মধুর তোমার শেষ যে নাই পাই

মিনাক্ষী সিংহ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' প্রকাশিত হ'ল। প্রকাশলগ্নে কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়কসহ পুনশ্চ প্রকাশনার সকলকে জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

গত তিন বছরে দুই বাংলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত পনেরোটি ছোটোগল্প এতে স্থান পেয়েছে। চেনা জীবনের অচেনা মাধুরী আর স্মৃতির অন্তহীন ঐশ্বর্য গল্পগুলিতে ধরা আছে।

পাঠকদের ভালো লাগলে ধন্য হ'ব।

জানুয়ারি ২০১১

— শ্রী শ্রী সিংহ

সূচিপত্র

সাগর থেকে ফেরা	১১
স্মৃতি কুসুম	১৯
আত্মজা	২৬
অন্তহীন আমারে তুমি অশেষ করেছ	৩৪
মধুর তোমার শেষ যে নাই পাই	৪৪
পূর্বাচলের পানে	৬৫
হঠাৎ একদিন	৭২
কোন সুদূর হতে	৭৭
পথে চলে যেতে যেতে	৮১
ছিন্নপাতার সাজাই তরণী	৮৮
উৎসব	৯৩
বাসভূমি	৯৭
ঝরা পাতার পথে	১০৪
প্রথম আলো	১১০
কাঞ্চনজঙ্ঘা	১২০

সাগর থেকে ফেরা

নির্জন সমুদ্রতীরে জুলিয়া একা দাঁড়িয়ে। দূরে নুলিয়াদের নৌকোগুলো কালো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে; মাথার ওপর সমুদ্র পাখিদের ডানার শব্দ। হোটেলের চেনা পরিধি থেকে, লোকালয় থেকে অনেকটাই দূরে চলে এসেছে জুলিয়া। আরও ওপাশে বোধহয় জেলেদের পল্লি। ধীরে ধীরে আবার ফিরতে থাকে জুলিয়া। ভোরের সূর্য তখন লাল লাল ছোপ ফেলে নীল সমুদ্রে রঙের খেলা খেলছে। ঘুম না হওয়া রাত ভোর হবার আগেই জুলিয়া হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়িতে ঘড়ি পরা হয়নি কটা বাজল? ব্রেকফাস্ট টেরলে আবার ওর খোঁজ পড়বে না তো? না:— কে আর খুঁজবে। ভাববে ওর রুমে ঘুমোচ্ছে জুলিয়া। আনমনে ফিরতে ফিরতে হোটেলের চেনা পথেই পা বাড়ায় ও। সমুদ্রবিলাসী ভ্রমণার্থীরা বেরিয়ে পড়েছে; এমনিতে রেলওয়ে হোটেলের এপাশটা, চক্রতীর্থ এলাকাটা অনেকটাই নির্জন তবু ছড়ানো ছিটোনো অনেক লোককেই এখন দেখা যাচ্ছে। চোখে পড়ল ছোট্ট একটি মেয়ে তার বাবা-মার হাত ধরে সমুদ্রের ঢেউ দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে একই ছবি, একই দৃশ্য মনে ভেসে উঠল জুলিয়ার। গতকাল ঝুম্পাও ওর বাবা-মার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল সমুদ্রতীরে। আর তখনই জুলিয়ার মনে ভেসে উঠেছিল হারিয়ে যাওয়া অতীতের একটা টুকরো স্মৃতি।— ব্রাইটনের বীচে বাবা-মার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট জুলিয়া, খুশির ছোঁয়ায় ঝলমল করছে ওর মুখ। সেই খুশি ঝলমলে মুখটা আর ফিরে পাচ্ছে না জুলিয়া কিছুতেই-সেই মুখটা অবিকল এই অচেনা ছোট্ট মেয়েটির মতো, ছোট্ট ঝুম্পার মতো।

জুলিয়া আর কোনোদিন সেই মুখ সেই হাসি ফিরে পাবে না। একহাতে মার হাত অন্য হাতে বাবার হাত ধরা। মা আজ অন্য কোথাও আর বাবা তার 'পাপা' ধরে আছে ঝুম্পার হাত, অন্য হাত ধরে ঝুম্পার মা মলি, মলি আন্টি। এর মধ্যে জুলিয়া কোথাও নেই, কোথ্থাও নেই। কোথাও যে কখনও ছিল বাবার কী মনে আছে এখন?

পুরীর এই রেলওয়ে হোটেলের কথা বাবা-মার কাছে আগে শুনেছিল জুলিয়া। এতদিন পরে এখানে আসার সুযোগ হল। তখন ওর বাবা-মা একসঙ্গে ছিল-মিডেক্সে। আজও বাবা থাকে মিডেক্সে, মা গ্লাসগোয় ও নিজে বার্মিংহামে। ভাঙা নৌকোর এক একটা টুকরোর মতো তিনটে ভগ্নাংশ ভাসছে জীবন সমুদ্রে। বাবা আর মা আজ আলাদা দুটি সংসারের বাসিন্দা। আর ভগ্ননীড় থেকে পড়ে যাওয়া আহত পক্ষী শাবকের মতো জুলিয়া খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কখনও মার ডাকে স্কটল্যান্ডে কখনও বাবার কাছে মিডেক্সে আবার কখনও বা ছুটি কাটাতে ইন্ডিয়ায়। কিন্তু জুলিয়েট রায়ের আসল ঘর কোথায় ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড না ইন্ডিয়া কোথায়? আসলে কিছুই ভালো লাগে না তার। মাঝে মাঝে মা-বাবার ওপর তীব্র অভিমান হয়, রাগ হয়। তার ছবছরের আবছা স্মৃতি সরিয়ে মা-বাবার রাগারাগি-ঝগড়া শুনতে পায় মনে করতে পারে ভাঙা সংসারের বাসাবদলের ছবি। আটবছর বয়স থেকে বোর্ডিং স্কুলে জীবন কাটিয়ে আঠারোতে যখন স্বাধীন হল— তখনই সমস্যা কার কাছে যাবে, কোন্‌টা তার ঘর? মার নতুন সংসার জুলিয়ার বাড়ি নয়, বাবা আর মলি আন্টির বাড়িতেও আসলে তার জায়গা নেই। মার বাড়িতে পাঁচবছরের টোনির দৌরাত্ম আর বাবার সংসারে ছ-বছরের ঝুম্পার জুলিয়া কোথাও নেই—কোথ্থাও। তবু যখন বাবা টেলিফোনে বলে ইন্ডিয়ায় ছুটি কাটাবার কথা, তখন সে চলে আসে। পারিবারিক ভ্রমণ নয়-যেন এক টুরিস্ট সংস্থার প্যাকেজ টুওর।

ইন্ডিয়ার বড়ো আকর্ষণ তার ঠামা আর দাদু। এই বৃদ্ধ দম্পতি খুব ভালোবাসেন জুলিয়াকে। দাদু তাকে ডাকেন জুঁই বলে। ওঁদের কাছে এসে আবার অনভ্যস্ত বাংলাকে শানিয়ে নেয় জুলিয়া। এবার হয়ত ওঁদের কাছে কলকাতাতেই কাটতো তার ছুটি, কিন্তু পুরীর বি এন আর হোটেলের নাম শুনে তার বড়ো ইচ্ছে হল সেখানে আসার। ওখানে তার বাবা-মার অনেক স্মৃতি আছে; আর কোনোদিন রুদ্র রায় আর শিলভিয়া রায় এখানে আসবেনা। কোনোদিন জুলিয়ার হাত ধরে ব্রাইটনের সমুদ্র উপকূলেও যাবে না ওরা। তবু পুরীর এই রেলওয়ে হোটেলে হঠাৎ আসার ইচ্ছে হল তার। ও জানে মলি আন্টি মনে মনে ওর উপস্থিতি পছন্দ করেনা, কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মনে যাই থাক্, বাইরে তো আধুনিকতার ঠাট বজায় রাখতে হবে। অবশ্য মলিকে দোষ দেওয়া যায় না। স্বামীর বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রীর সন্তানকে কে আর কবে সত্যি অন্তর দিয়ে ভালো বেসেছে? করুণা, অনুকম্পা আর উপেক্ষার শীতল আতিথ্যে জুলিয়া অভ্যস্ত। কিন্তু ঠামা-দাদুর তো সে প্রথম নাতনী। তার বিদেশিনী মা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব যাই হোক, জুলিয়াকে তাঁরা সত্যি স্নেহ করেন। আর জুলিয়াও কতকটা ওঁদেরই টানে প্রতিবছর বাবা আর মলি আন্টির সঙ্গে ইন্ডিয়ায় বেড়াতে আসে।

কাল সমুদ্র স্নানে এসে হঠাৎ তার মনটা কেমন করে উঠল। ছোট্ট ঝুম্পার হাত ধরে বাবা আর মলি আন্টি সমুদ্রের জলে পা ভেজাচ্ছে; ঝুম্পা হাসছে খিলখিল করে। মুহূর্তে ব্রাইটনের সমুদ্রতীর ভেসে উঠল জুলিয়ার চোখে, বারো বছর আগেকার আবছা হয়ে আসা স্মৃতি তার ডায়েরির মধ্যে লুকোনো ছবিতে ধরা সেই মুহূর্তটি জুলিয়ার জীবনে যেন থমকে থেমে আছে। আজ জুলিয়া অনেক বড়ো হয়ে গেছে, পড়ার পাটও শেষ; তবু কোথাও এক নিঃসীম একাকীত্ব তাকে ঘিরে থাকে। বার্মিংহামে এক বান্ধবীর সঙ্গে শেয়ার করা এ্যাপার্টমেন্টে তার আস্তানা। মাঝে মধ্যে বন্ধুবান্ধবরা আসে, হুল্লোড় করে। কিন্তু জুলিয়া আসলে একা, ভীষণ একা।

সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলেছে জুলিয়া। খেয়াল করেনি হোটেল ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি উজান পথ বেয়ে আবার ফেরে সে। হোটেলের গেটে মলি আন্টি দাঁড়িয়ে—

—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? রুদ্র বেরিয়ে গেছে তোমায় খুঁজতে। আমাদের তো বেরোনোই হল না। বলে যাওনি কেন? সো ইররেসপন্‌সিবল।"

বিরক্তি গোপন করতে পারছেনা মলি। জুলিয়া আবার বেরিয়ে আসে, আবার তীরভূমি ধরে ধরে এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ পরে চোখে পড়ে রুদ্র জেলে নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে চমকে ওঠে—

"জুলি কোথায় গিয়েছিলি আমায় না বলে?

—একা একা ঘুরছিলাম, ব্রাইটনে; কিছুতেই তোমায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না বাবা"

—'ব্রাইটন'! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে রুদ্র। ঘোর লাগা চোখে মাথা নাড়ল জুলিয়া—

"তোমার আর মার সঙ্গে সেবার ব্রাইটনে গেলাম না"

রুদ্র হাসল—"জুলি এটা পুরী, ইন্ডিয়া"

সমুদ্রের নীলজলে তাকিয়ে ছিল জুলিয়া। বাবার চোখে চোখ রেখে বলল—

"জানি এমনি মজা করছিলাম, চলো ফেরা যাক আন্টি ব্রেকফাস্ট টেবলে অপেক্ষা করছে"

—'চল্' অনেকদিন পর মেয়ের হাত ধরল রুদ্র। হোটেলের গেট পেরিয়ে ওরা দ্রুত এল ডাইনিং হলে। মলি আর ঝুম্পা বসে। বেয়ারা খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। ঝুম্পা "বাপি" বলে ছুটে এসে রুদ্রর হাত ধরল। ঝুম্পাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করল রুদ্র। জুলিয়া মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। রুদ্রর বন্ধু সুব্রত আর ওর স্ত্রী ঝর্ণা এসে যোগ দিল ব্রেকফাস্ট টেবলে। ওরা একই সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। সবাই গল্প কথা ও খাওয়ায় মেতে উঠল। ঠিক হল আজ স্বর্গদ্বার যাওয়া হবে, অনেক শপিং করার আছে।

ঝর্ণা বলল—জুলিয়া তুমি কী কিনবে? তোমার বন্ধুদের জন্য গিফট নিয়ে যাবে না?

জুলিয়া উত্তর না দিয়ে হাসল একটু। তারপর 'এক্সকিউজ মি' বলে টেবল ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

—"মেয়েটা অদ্ভুত, তাই না?"

ঝর্ণার কথার উত্তরে মলি বলল।

"অমন অদ্ভুত মায়ের মেয়ে অদ্ভুতই তো হবে"

রুদ্র চমকে তাকালো মলির দিকে।

"স্যরি"— মলি ঝুম্পাকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সুব্রত পরিবেশ হালকা করতে বলল—

"কেন, জুলিয়া তো বেশ মেয়ে সোবার অন্তর্মুখী শান্ত ধীর। চমৎকার মেয়ে।"

—"সোবার বলেই মলির ওকে পছন্দ নয়। নাচ গান হুল্লোড় করেনা বলেই ও অদ্ভুত" রুদ্রর কথায় রেগে উঠল মলি—

"তার মানে বলতে চাও আমি নাচ গান হুল্লোড় করি শুধু। বেশ করি আনসোশ্যাল হওয়াটা কিছু গৌরবের নয়।"

—"স্টপ ইট মলি" উত্তেজিত রুদ্র চেঁচিয়ে উঠে নিজেই অপ্রস্তুত হয়, তারপর দ্রুত বেরিয়ে যায়।

—"বাপি যেওনা" ডেকে ওঠে ঝুম্পা। মলি ওকে টেনে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ছ-বছরের ঝুম্পা কেঁদে ওঠে।

সুব্রত আর ঝর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে বসে থাকে। ভাগ্যিস—আজ ওদের দেরি হয়েছে

বলে ডাইনিং রুম ফাঁকা ছিল। না হলে কী যে ভাবতো সবাই। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ঝর্ণা।

.....

ঘন্টা খানেক পরে ছবিটা পালটে গেল।

রুদ্র সুব্রতদের রুমে নক্ করে

—"কীরে স্বর্গদ্বারে যাবিনা। ঝর্ণার যে অনেক কেনাকাটা আছে শুনলাম।"

—"আসছি রুদ্রদা" ঝর্ণার গলা "মলির হয়েছে?"

—"হ্যাঁ, আমরা রেডি" রুদ্র ঝুম্পার হাত ধরে বাইরে আসে। বারান্দায় জুলিয়া বসে বই পড়ছে। একবার চোখ তুলে তাকালো।

সুব্রত বলল "জুলিয়া চলো একটু ঘুরে আসবে" কী ভেবে বইটা ব্যাগে পুরে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া—

"চলুন আঙ্কেল"

এ দোকান ও দোকান ঘুরে ঘুরে প্রায় ঘন্টা দুই সময় কেটে গেল। তবু মলি ও ঝর্ণা অক্লান্ত। রুদ্র ঝুম্পাকে নিয়ে একটা বেঞ্চে বসেছে, ঝুম্পার হাতে আইসক্রীম। সুব্রত জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলছে।

—"পুরী কেমন লাগছে তোমার?"

—"বিউটিফুল, বম্বে, মাদ্রাজের বীচের চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর"

—"আমাদের কলকাতার কাছাকাছি দীঘার বীচও খুব সুন্দর, সবাই বলে এদেশের ব্রাইটন।"

—"ব্রাইটন" কেমন অন্যমন হয়ে গেল জুলিয়া। সুব্রত কী একটা বলতে যাচ্ছিল, হৈ হৈ করে মলি আর ঝর্ণা এসে পড়ল—হাতে একগাদা প্যাকেট ও ব্যাগ।

—"কাছাকাছি তো কোনো কুলি দেখছি না" সুব্রতর নিরীহ প্রশ্নে হেসে ওঠে সবাই। তারপর সাইকেল রিকসা নিয়ে হোটেলের পথে ফিরে চলে। দুপুরে লাঞ্চের পর সবাই বারান্দায় বসে গল্প করছে। দূরে সমুদ্রের শান্ত তটরেখার অস্পষ্ট আভাস। ঝর্ণা ও মলি সকালের কেনা শাড়ি, বেডকাভার, সব আবার বার করে দেখছে। কোন্‌টা বেশি ভালো, কোন্‌টা কেনা ভুল হল এমন সব জরুরি আলোচনা। সুব্রত আর রুদ্রও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছে। জুলিয়া একটু পরে উঠে ওর ঘরে চলে গেল।

—"যাই বলুন রুদ্রদা, আপনার মেয়েটি ভালো কিন্তু ঠিক মিশুকে নয়"

—"সবাই কী আর এক হয় ঝর্ণা। তুমি আর মলিও কী সমান?"